— মনোবিদ্যা

বিভাগ —

১) সংবেদন কাকে বলে ? সংবেদনের বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা কর।

উঃ- বাহ্য জগৎ সরাসরি মস্তিষ্কের ওপর ক্রিয়া করতে পারেনা, ইন্দ্রিয় সমূহের মাধ্যমে বাহ্য জগৎকে মস্তিষ্কের ওপর ক্রিয়া করতে হয়। এইসব ইন্দ্রিয় রূপ জানালার ভিতর দিয়ে আমরা আমাদের চারিদিকের জগৎকে প্রত্যক্ষ করি। বাহ্য জগতের সঙ্গে ইন্দ্রিয়ের সংস্পর্শ ঘটা মাত্র উদ্দীপনার অন্তর্মুখী স্নায়ুপথে মস্তিষ্কে বাহিত হয়। এরফলে আমাদের মস্তিষ্কে কিছু পরিবর্তন হয় এবং আমরা এই পরিবর্তন সম্পর্কে সচেতন হয়। ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে বস্তুর সংস্পর্শ ঘটা মাত্রই বস্তু সম্পর্কে যে প্রাথমিক বোধ জাগে তাকেই সংবেদন বলা হয়। মনোবিদ্ সালি বলেছেন যে ইন্দ্রিয় সংলগ্ন অন্তর্মুখী স্নায়ুর বাইরের প্রান্ত উদ্দীপিত হলে এবং এই উদ্দীপনা মস্তিষ্কে পৌঁছালে যে সরলতম চেতনার উদ্রেক হয় তাকেই সংবেদন বলা হয়। কাজেই সংবেদন হল একটি বিমূর্ত মানসিক অবস্থা।

সংবেদনের বৈশিষ্ট্য :-

১) সংবেদন হল জ্ঞানের সরলতম উপাদান। সংবেদন জ্ঞানের মাল মশলা অর্থাৎ উপাদান সরবরাহ করে। এইসব উপাদানকে সুবিন্যস্ত করে আমরা জ্ঞানলাভ করে থাকি

২) সংবেদনের উৎস হল উদ্দীপক। বাহ্য জগতের কোনো উদ্দীপকের সঙ্গে ইন্দ্রিয়ের সংস্পর্শে সংবেদনের সৃষ্টি হয়,

৩) সংবেদন আমাদের বাহ্যজগৎ সম্পর্কে জ্ঞান দান করে সংবেদন ছাড়া বাহ্যজগৎ কিংবা অন্তর্জগৎ কোনো কিছু সম্পর্কেই জ্ঞান লাভ সম্ভব হয়,

সংবেদনের ক্ষেত্রে মন নিষ্ক্রিয় অবস্থায় থাকে। আমরা ইচ্ছা করলেই সবুজ রঙকে লাল রঙ মনে করতে পারিনা। সংবেদন আমরা সৃষ্টি করিনা। সংবেদনকে

যেন আমাদের ওপর চাপিয়ে দেওয়া হয়। সংবেদনের আবির্ভাবের পর অবশ্য মন সক্রিয়ভাবে তাকে গ্রহণ করে। কিন্তু প্রাথমিক পর্যায়ের সংবেদনের ওপর মনের কোনো প্রভাব থাকে না।

(৬) সংবেদন সর্বদায় কোনো অক্রিয়শীল বস্তুর গুন নির্দেশ করে বলে সংবেদন বস্তু কেন্দ্রিক মানসিক অবস্থা, রঙ সম্পর্কে সংবেদন একটি মানসিক প্রক্রিয়া হলেও তা মনের বাইরে অবস্থিত কোনো বস্তুর রঙকে নির্দেশ করে।

(২) সংবেদনের ধর্ম বা লক্ষনগুলি সম্বন্ধে আলোচনা করো।

উঃ মনোবিদ টিচেনার সংবেদনের সংজ্ঞা প্রসঙ্গে বলেছেন যে, 'গুন, তীব্রতা, স্পষ্টতা ও স্থায়ীত্ব — এই চারটি ধর্মের দ্বারা গঠিত মৌলিক মানসিক প্রক্রিয়াকে সংবেদন বলা হয়।' সংবেদনের ধর্ম বা লক্ষনগুলি হল নিম্নরূপ—

গুন :-

গুন হল সংবেদনের জাতিগত বা শ্রেনীগত ধর্ম। গুন হল সেই ধর্ম যার জন্য এক শ্রেনীর সংবেদনকে অন্যশ্রেনীর সংবেদন থেকে পৃথক করা যায়। আলোকের সংবেদন ও স্পর্শজাত সংবেদন গুনের দিক থেকে পৃথক। গুনগত পার্থক্য দুই রকমের হতে পারে। জাতিগত পার্থক্য এবং উপজাতিগত পার্থক্য। একই ইন্দ্রিয়ের উদ্দীপনজাত বিভিন্ন সংবেদন এবং একই জাতির অন্তর্গত ও তাদের প্রত্যেকটির মধ্যে একই জাতিগত গুন বর্তমান। সকল প্রকার শব্দ সংবেদনের জাতিগত গুন এক ও অভিন্ন। দুটি ভিন্ন শ্রেনীর সংবেদনের পার্থক্যকে জাতিগত পার্থক্য বলা হয়। অপর পক্ষে একই ইন্দ্রিয়ের উদ্দীপনজাত বিভিন্ন সংবেদনের পারস্পরিক পার্থক্যকে উপজাতিগত পার্থক্য বলা হয়। যেমন— লাল রঙের সংবেদন এবং নীল রঙের সংবেদনের মধ্যে উপজাতিগত গুনের পার্থক্য রয়েছে।

তীব্রতা :=

তীব্রতা হল সংবেদনের পরিমানগত পার্থক্য। একই গুন সমন্ন অর্থাৎ একই জাতির অন্তর্গত বিভিন্ন সংবেদনের মধ্যে তীব্রতা অনুযায়ী পার্থক্য থাকতে পারে। যেমন মেঘ গর্জনের শব্দ ও ফিসফাস করে কথা বলা শব্দের মধ্যে যে পার্থক্য তা হল তীব্রতার পার্থক্য

স্পষ্টতা :=

স্পষ্টতা হল সংবেদনের একটি পরিমানগত ধর্ম। স্পষ্টতার দিক থেকেও একই শ্রেনীর অন্তর্গত বিভিন্ন সংবেদনের মধ্যে পার্থক্য দেখা যায়। কোনো সংবেদন বেশি স্পষ্ট আবার কোনোটি বেশি স্পষ্ট নয়।

স্থায়ীত্ব :=

স্থায়ীত্বের দিক থেকেও একই জাতির অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন সংবেদনের মধ্যে পার্থক্য থাকতে পারে। প্রত্যেকটি সংবেদনেরই কিছুটা স্থায়ীত্বকাল থাকে। সংবেদনের স্থায়ীত্বকাল অধিকাংশ ক্ষেত্রেই উদ্দীপকের স্থায়ীত্বকালের উপর নির্ভর করে। উদ্দীপক যতক্ষন ধরে অবস্থান করবে সংবেদন ও ততক্ষন স্থায়ী হবে। অবশ্য কোনো কোনো ক্ষেত্রে উদ্দীপক অন্তর্নিহিত হওয়ার পরও সংবেদনের রেশ থাকতে পারে একে উত্তর সংবেদন বলা হয়।

বিস্তৃতি

টিচেনার বর্নিত চারটি ধর্ম ছাড়াও সংবেদনের মধ্যে অন্য একটি ধর্ম লক্ষ্য করা যায়, সেটি হল বিস্তৃতি। বিশেষভাবে স্পর্শওসংবেদনের ক্ষেত্রে বিস্তৃতির পরিচয় পাওয়া যায়। ইন্দ্রিয়ের কতটা অংশ উদ্দীপকের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে। তার উপর সংবেদনের বিস্তৃতি নির্ভর করে। ঠান্ডা জলে হাতের একটি আঙুল ডোবালে যে স্পর্শ সংবেদন হয় তার অপেক্ষা বেশি বিস্তৃত স্পর্শ সংবেদন হবে যদি সমস্ত হাতটাই ঠান্ডা জলে ডোবানো হয়। মনোবিদ জেমসের মতে, বিস্তৃতি হল সংবেদনের একটি সর্বজনীন ধর্ম

স্থানীয় বৈশিষ্ট্য :=

ইন্দ্রিয়ের বিশেষ বিশেষ স্থান উদ্দীপিত হলে সংবেদনে যে বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য অনুভব করা হয় তাই হল সংবেদনের স্থানীয় বৈশিষ্ট্য। এটিও প্রধানত স্পর্শজাত সংবেদনের ক্ষেত্রে সুস্পষ্ট রূপে উপলব্ধি করা যায়। দেহের বিভিন্ন অংশ স্পর্শ করলে চোখে না দেখেও কোন কোন অংশ স্পর্শ করা হয়েছে তা আমরা বলে দিতে পারি। দেহের একটি অংশ থেকে প্রাপ্ত স্পর্শ সংবেদনের বিভিন্ন স্থানীয় বৈশিষ্ট্য আছে বলেই এদের ভিন্নতা সুস্পষ্ট রূপে নির্ধারণ করা যায়।

সুখ দুঃখের সুর :=

কোনো কোনো মনোবিদের মতে প্রত্যেক সংবেদনের সাথে প্রীতিকর বা অপ্রীতিকর অনুভূতি জড়িত থাকে। ফুলের মৃদু গন্ধের সংবেদন প্রীতিকর কিন্তু তীব্র গন্ধ অপ্রীতিকর। অবশ্য সংবেদনের ধর্ম হিসাবে সুখ দুঃখের সুর যে থাকবেই তা অনেক মনোবিদই স্বীকার করেন না।

③ বিশুদ্ধ সংবেদন কী সম্ভব? আলোচনা করো।

উঃ বিশুদ্ধ সংবেদন বলতে যে সংবেদনের নাম মাত্র ব্যাখ্যাও করা হয়নি এমন নিছক সংবেদন বোঝায়। যে সংবেদনের কোনো অর্থই বোধিগম্য হয়নি, তাই হল বিশুদ্ধ সংবেদন। শুধুমাত্র চেতনার একটা আলোড়ন যার কোনো ব্যাখ্যাও করা হয়নি তাকেই বলে বিশুদ্ধ সংবেদন। এইরকম কোনো বিশুদ্ধ সংবেদনের পরিচয় আমাদের অভিজ্ঞতায় পাওয়া যায়না, আমরা যখন একটি গোলাপ ফুলের দিকে তাকায় তখন আমরা কেবল সংবেদনই পায়না, এটি যে একটি গোলাপ ফুল এই জ্ঞানও লাভ করি। গোলাপ ফুলের দিকে তাকানো মাত্রই আমরা বুঝতে পারি যে এটি একটি গোলাপ ফুল। কিংবা গোলাপ ফুল বলে বুঝতে না পারলেও এটি যে একটি ফুল তা নিশ্চয় অবধারন করতে পারি। এইজন্য মনোবিদ্যায় প্রশ্ন উঠেছে যে বিশুদ্ধ সংবেদন সম্ভব কিনা?

এর উত্তরে বলা যেতে পারে যে, বিশুদ্ধ সংবেদন লাভ করা সম্ভব নয়। সংবেদন এবং প্রত্যক্ষ এমন ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধযুক্ত যে, প্রত্যক্ষ হয়ে ওঠেনি এমন কোনো সংবেদনই সম্ভব নয়। একথা ঠিক নয় যে, আমরা প্রথমে সংবেদন পাই এবং তারপরে সংবেদনের উৎসকে চিনতে পারি। সং~~বেদনের~~ বেদন ও প্রত্যক্ষ একই প্রক্রিয়ার দুটি দিক। এদের স্বরূপ বুঝে নেওয়ার জন্য পৃথকভাবে এদের কল্পনা করা হয় এবং পৃথকভাবে আলোচনা করা হয়। তাই বলে সংবেদনের কোনো পৃথক সত্ত্বা নেই।

কেউ কেউ বলেন সদ্যজাত শিশুর জীবনে বিশুদ্ধ সংবেদন আছে। বয়স্কব্যক্তির ক্ষেত্রে সংবেদন স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে অতীত অভিজ্ঞতার সঙ্গে মিশে গিয়ে প্রত্যক্ষরূপে পরিণত হয়। সদ্যজাত শিশুর ক্ষেত্রে অতীত অভিজ্ঞতার কোনো ভাণ্ডার না থাকায় সংবেদন অতীত অভিজ্ঞতার দ্বারা প্রভাবিত হতে পারে না। কিন্তু এই বক্তব্য প্রমাণ করা সম্ভব নয়। শিশুর ~~ক্ষেত্রে~~ পক্ষে তার বিশ্লেষণ করে বিশুদ্ধ সংবেদনের অস্তিত্ব আছে কিনা তা বলা অসম্ভব। আবার বয়স্ক ব্যক্তিও তার শৈশবের সেই মুহূর্তটির কথা মনে করতে পারেনা। শিশুও যখন কিছু দেখে তখন তাকে তার স্বল্প অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে নিজের মতো করে ব্যাখ্যা করে নেয়। স্বভাবতঃ শিশু যা প্রত্যক্ষ করে তা বয়স্ক ব্যক্তির প্রত্যক্ষের মতো সুসংগঠিত নয়। তাহলেও যেহেতু এর ওপর সামান্য পরিমাণে অভিজ্ঞতার ছোঁয়া লেগেছে, সেইজন্য একে বিশুদ্ধ সংবেদন বলা যায়না। কেউ হয়তো এমন কথা বলতে পারেন, শিশুর প্রথম অভিজ্ঞতার মুহূর্তটি বিশুদ্ধ সংবেদন ছিল। কেননা এইসময়ে তার কো
অতীত অভিজ্ঞতা ছিলনা। কিন্তু শিশুর জীবনে প্রথম অভি
জ্ঞতার মুহূর্তটি আমরা কল্পনা করে নিয়েছি। এইরক
কোনো মুহূর্তের অস্তিত্বের পক্ষে কোনো প্রমাণ নেই।
এইকারণে মনোবিদ জেমস বলেছেন যে নবজাতকের চে
হল অস্পষ্ট, অব্যক্ত ও জট পাকানো অর্থহীন চেতনা
কিন্তু মনোবিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে এই অভিমত ম
যায়না। মনোবিজ্ঞান বাস্তব অভিজ্ঞতা নিয়ে আলোচ

করে। নবজাতকের বিশুদ্ধ সংবেদন একক আনুমানিক ধারণা মাত্র, বাস্তব অভিজ্ঞতা নয়।

মনোবিদ স্টাউট বলেন বয়স্ক ব্যক্তির ক্ষেত্রে কোনো কোনো সময় বিশুদ্ধ সংবেদন অথবা বিশুদ্ধ সংবেদনের কাছাকাছি কোনো কিছু সম্ভব হতে পারে। যেমন – অন্যমনস্ক ভাবে পথ চলতে চলতে, কাউকে দেখেও চলে গেলাম, তাকে চিনতে পারলামনা। কিন্তু পর মুহূর্তে তাকে চিনতে পারলাম। এখানে প্রথম মুহূর্তের দেখাকে শুধু দর্শন সংবেদন বলা যেতে পারে যেহেতু প্রথম দর্শনে তাকে আমি চিনতে পারিনি। কিন্তু এখানেও একটা কথা থেকে যায়- প্রথম দর্শনে তাকে বন্ধু বলে কিংবা পরিচিত ব্যক্তি বলে চিনতে না পারলেও তা যে মানুষের মূর্তি তা নিশ্চয় বুঝতে পারা গিয়েছে। কাজেই দর্শন সংবেদনের সামান্য তম ব্যাখ্যা এতে রয়েছে বলে একেও বিশুদ্ধ সংবেদন বলা যায়না। সুতরাং মনোবিদ ওয়াডকে অনুসরণ করে আমরা সিদ্ধান্ত করতে পারি যে, বিশুদ্ধ সংবেদন মনোবিদ্যার দিক থেকে একটি অলীক জিনিস।

④ ✶✶ প্রত্যক্ষ কাকে বলে? প্রত্যক্ষ এবং সংবেদনের মধ্যে পার্থক্য আলোচনা করো।

উঃ বুদ্ধির দ্বারা ব্যাখ্যাত হয়ে বিশুদ্ধ সংবেদন যখন অর্থপূর্ণ হয় তখন তাকে প্রত্যক্ষ বলা হয়। প্রত্যক্ষ হল জ্ঞান। কিন্তু বর্ণের চেতনা কোনো জ্ঞান নয়, অর্থহীন সংবেদন অর্থপূর্ণ রূপে ব্যাখ্যাত হলে তা প্রত্যক্ষ জ্ঞানে পরিণত হয়, সুতরাং প্রত্যক্ষ হল সংবেদনের অর্থকরণ বা ব্যাখ্যা, যে অর্থকরণে সংবেদনটির সঙ্গে অন্যান্য সংবেদনের সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য নিরুপন করতে হয়, অনুষঙ্গ জনিত অতীতে অভিজ্ঞতার পুনরা উদ্দীপনের প্রয়োজন হয়, বিষয়বস্তুর স্থান, কাল নির্দেশ ও বহিঃক্ষেপন করতে হয় এবং সর্বোপরি বিষয়বস্তুর অস্তিত্ব সম্পর্কে বিশ্বাস পোষন করতে হয়।

সংবেদন ও প্রত্যক্ষ দুটি ভিন্ন মানসিক প্রক্রিয়া নয়, একই মানসিক প্রক্রিয়ার দুটি ভিন্ন ~~[illegible]~~ বাহ্যবস্তু সম্পর্কে অস্পষ্ট চেতনা হল সংবেদন এবং সুস্পষ্ট চেতনা হল প্রত্যক্ষ। অর্থাৎ বলা যায় সংবেদন হল প্রত্যক্ষের

পূর্ববর্তী প্রাথমিক মানসিক অবস্থা এবং প্রত্যক্ষ হল সংবেদনের পরবর্তী পরিণত মানসিক অবস্থা।

সংবেদন এবং প্রত্যক্ষের মধ্যে পার্থক্যগুলি হল নিম্নরূপ

① সংবেদন সরল মানসিক অবস্থা কিন্তু প্রত্যক্ষ হল জটিল মানসিক অবস্থা। সংবেদন হল অব্যাখ্যাত চেতনা। প্রত্যক্ষ সংবেদনের অর্থকরণ। সংবেদন ব্যাখ্যাত হলে প্রত্যক্ষে পরিণত হয়

② সংবেদন জ্ঞান পদবাচ্য নয়, প্রত্যক্ষ হল জ্ঞান। সংবেদনে বিষয়বস্তুর আকৃতি, প্রকৃতি ইত্যাদি সম্বন্ধে কোনো বোধ বা ধারণা জন্মায় না বলে তা বস্তু জ্ঞান নয়। প্রত্যক্ষে বিষয়বস্তুর আকৃতি, প্রকৃতি ইত্যাদি সম্বন্ধে কোনো বোধ বা ধারণা জন্মায় না বলে তা বস্তু জ্ঞান নয়। প্রত্যক্ষে বিষয়বস্তুর আকৃতি, প্রকৃতি ইত্যাদি সম্বন্ধে সুস্পষ্ট বোধ জন্মায় বলে তা বস্তু জ্ঞান। মনোবিদ জেমস্ বলেছেন যে, সংবেদন হল বস্তুর পরিচিতি মাত্র আর প্রত্যক্ষ হল বস্তুটি সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান।

③ সংবেদন বস্তু চেতনা নয়, বস্তুর গুণ সম্বন্ধীয় চেতনা। অপরপক্ষে প্রত্যক্ষ সগুণ বস্তুচেতনা। নিছক বর্ণের চেতনা বা শব্দের চেতনা হল সংবেদন। কিন্তু রক্তিম ফুলের চেতনা, মেঘ গর্জনের চেতনা হল প্রত্যক্ষ।

④ সংবেদন হল বিমূর্ত চেতনা, অপরপক্ষে প্রত্যক্ষ হল মূর্ত চেতনা। নিছক গুণ বস্তুত অস্তিত্বশীল নয়, গুণ সর্বদা বস্তুকে আশ্রয় করে থাকে। তাই নিছক গুণের চেতনা অর্থাৎ সংবেদন হল অমূর্ত অভিজ্ঞতা। কিন্তু লাল ফুল একটি মূর্ত বস্তু অর্থাৎ অস্তিত্বশীল বস্তু। তাই লাল ফুলের চেতনা অর্থাৎ প্রত্যক্ষ হল মূর্ত অভিজ্ঞতা।

সংবেদন বস্তুর আংশিক চেতনা, কিন্তু প্রত্যক্ষের বিষয় একটি সমগ্র একক বস্তু। সংবেদনের বিষয় কোনো সমগ্র বস্তু নয় কিন্তু প্রত্যক্ষে সমগ্র বস্তু রূপে জ্ঞাত হয়।

সংবেদন উপস্থাপনমূলক প্রক্রিয়া, কিন্তু প্রত্যক্ষ উপস্থাপন ও পুনরুপস্থাপনমূলক প্রক্রিয়া। সংবেদনের বিষয়টি আমাদের সামনে কেবল উপস্থিত বা বর্তমান থাকে। কিন্তু প্রত্যক্ষের ক্ষেত্রে উপস্থিত বিষয়বস্তুটিকে ব্যাখ্যা করা হয়।